157

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 20 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংলাপে মন্তব্য

শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশ নেয়ার কারণেই লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শনিবার এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান নিম্নমুখী হয়ে যাওয়ার জন্য রাজনীতিতে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণসহ সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়কে দায়ী করেছেন।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), দৈনিক ভোরের কাগজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে সিপিডি কার্যালয়ে 'একুশ শতকের দৌড়গোড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এ সংলাপের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সংলাপে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এবং অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, সাবেক অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাবেক মন্ত্রী এ, এম, এ মুহিত, ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক মতিউর রহমান, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, অধ্যাপিকা মাহমুদা ইসলাম, মুস্তাফা চৌধুরী, জামিল চৌধুরী ও দীন মোহাম্মদ।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে বলে যে মত ব্যক্ত করেছেন এনিয়েই সংলাপ শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতির দেয়া এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন, রাষ্ট্রপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান নিয়ে যেভাবে বলেছেন পরিস্থিতি আসলে ততটা আশংকাজনক নয়।

তিনি আরো বলেন, সমাজ যখন বাজার অর্থনীতি দিয়ে পরিচালিত হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা ঠিক নয়। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, পুরো সমাজের অবক্ষয় বন্ধ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়েও অবক্ষয় বন্ধ হবে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমীরুল ইসলাম চৌধুরী উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি এবং ছাত্র ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে উপাচার্যদেরকে আপস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন চালাতে হয়।

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ বলেন, সমাজের সর্বস্তরে ঐকমত্যের দরকার নেই- প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের পরিবেশ অবনতি হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এর অতিরিক্ত ছাত্র সংখ্যা। তিনি আরো বলেন, ক্লাসের ক্ষতি হয় জেনেও ক্যাম্পাসে মাইক লাগিয়ে জাতীয় নেতারা নির্বিকারভাবে বক্তৃতা করেন।

তিনি আরো বলেন, শিক্ষকরা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন কথাটি যেমন ঠিক তেমনি এটাও সত্য যে অধিকাংশ শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। তবে অল্পসংখ্যক শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে। তিনি আরো বলেন, কিছু কিছু শিক্ষক নিয়মিত পাঠদানে ঔদাসীন্য দেখালেও বেশিরভাগ শিক্ষকই ঠিকমত ক্লাস নেন।

এ, এম, এ মুহিত, মাহফুজ আনামসহ কয়েকজন বক্তা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের কারণেই শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক আগের মত ভাল নেই। কারণ ছাত্রদের সঙ্গে এখন নিজ নিজ দলীয় আদর্শের শিক্ষকদেরই ভাল সম্পর্ক, বিরোধী রাজনৈতিক আদর্শের হলে সে সম্পর্ক ভাল থাকে না।

কয়েকজন বক্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং প্রশাসনব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অপর কয়েকজন বক্তা এর বিরোধিতা করে বলেন, যে অধ্যাদেশ আছে তাও বর্তমানে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। এই অধ্যাদেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করলেই পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টেনে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা যথাযথভাবে হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে হবে, উপাচার্য ও ডিন নির্বাচন এবং ভর্তি প্রক্রিয়া বদলাতে হবে।